একই স্বারক ও তারিখের সংশোধিত পত্র

মুজিব শতবর্ষ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৫৩০৭/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৭৯৩৮/৪০৭ তারিখ : ২০২৩-০৮-১৬ খ্রি.

বিষয়: অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে।

সূত্র : ক) অভিযোগকারীর ২৯-১২-২০২১ তারিখের আবেদন (আইডি-১১৫১৬)।
খ) বিগত ০৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখের বিঅ-৬/৫৩০৭/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৭৯৩৮ নং স্মারকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলাধীন "বারখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়" এর প্রধান শিক্ষক কর্তৃক গঠিত ম্যানেজিং কমিটি বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে গঠন করা হয় মর্মে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (গং) একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে বিগত ০৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে বিঅ-৬/৫৩০৭/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৭৯৩৮ নং স্মারকপত্রে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হয়। অদ্যাবধি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল হয়নি। এমতাবস্থায়, উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত

১৭-০৮-২০২৩
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৫৩০৭/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.৭৯৩৮(৫) তারিখ : ২০২৩-০৮-১৬ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা শিক্ষা অফিসার, কুষ্টিয়া।
২। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
৩। প্রধান শিক্ষক, বারখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুগিয়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
৪। অভিযোগকারী, জনাব মো: রফিকুল ইসলাম গং (০১৭১৪-৩৮৮০৮৩) , কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
৫। অফিস নথি।

১৭-০৮-২০২৩
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

বরাবর,

চেয়ারম্যান,

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,

যশোর।

বিষয়ঃ বারখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া এর ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে জমাদানকৃত মনোনয়ন পত্র হাতিয়ে প্রধান শিক্ষক পলাতক প্রসঙ্গে।

জনাব,

সবিনয় আরজ এই যে, আমরা কুষ্টিয়া সদর থানাধীন বারখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকবৃন্দ এবং স্থানীয় এলাকাবাসী আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দীর্ঘদিন পর বারখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের লক্ষ্যে গত ২১/১২/২০২১ খ্রিঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ একরামুল হক সরকার প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে তফসিল ঘোষণা করেন। যদিও সেই সংক্রান্ত কোন খবর প্রধান শিক্ষক কোন নোটিশ কিংবা মাইকিং বা অন্য কোন উপায়ে অভিভাবকদের কিংবা এলাকাবাসীকে জ্ঞাত করেন নি। তিনি কাল বিলম্ব করে নিজের পছন্দ মতো কোন ব্যক্তিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সভাপতি করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু গত ২৩/১২/২০২১ ইং তারিখে আমরা বিদ্যালয়ে গিয়ে শুনতে পারি যে, তফসিল ঘোষণা হয়েছে। মনোনয়ন পত্র গ্রহণ ও জমাদানের শেষ দিন ২৬/১২/২০২১। তখনি আমরা প্রধান শিক্ষক আনসার আলীর শরনাপন্ন হই। তিনি তখন তফসিলের কাগজ দেখান। তফসিলে উল্লেখ্য যে, ২৮/১২/২০২১ ইং তারিখে মনোনয়ন পত্র বাছাই এবং ২৯/১২/২০২১ ইং তারিখে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। আমরা সকল আইন ও নিয়ম অনুযায়ী গত ২৬/১২/২০২১ ইং তারিখে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে প্রধান শিক্ষক আনসার আলীর কাছে গেলে তিনি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে রেকর্ডিং ফোনালাপ শোনান এবং তিনি বলেন যে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বড়ভাতে আছেন। তিনি নাকি প্রধান শিক্ষক আনসার আলীর উপর দায়িত্ব দিয়েছেন মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাকি পরের দিন অর্থাৎ ২৭/১২/২০২১ ইং তারিখে প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে মনোনয়ন পত্র জমা নেবেন। আমরা সরল বিশ্বাসে প্রধান শিক্ষক আনসার আলীর নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে আসি। কিন্তু ২৭/১২/২০২১ ইং তারিখ সকাল হতেই প্রধান শিক্ষকের ফোন বন্ধ পেয়ে আমরা স্থানীয় কাউন্সিলর মহোদয়ের নিকট গিয়ে উক্ত বিষয়টি জানালে কাউন্সিলর মহোদয় প্রধান শিক্ষক আনসার আলীর কাছে ফোন দেন। কিন্তু ফোন বন্ধ পান। অনেকক্ষণ ধরে ফোনে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। দুপুর ১.৩৭ মিনিটের সময় হঠাৎ তার ফোন খোলা পাওয়া গেলে কাউন্সিলর মহোদয় তাকে পুনরায় ফোন দেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আনসার আলী কাউন্সিলর মহোদয়ের ফোন কেটে দিয়ে পুনরায় ফোন বন্ধ করে দেন। ফলে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। আমরা তখন কুষ্টিয়া জেলা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, প্রধান শিক্ষক আনসার আলী কোন কাগজ জমা দেননি। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন প্রধান শিক্ষক নাকি তাকে বলেছেন যে, প্রার্থী ও পদের সংখ্যা সমান। অথচ আমাদের মনোনয়ন পত্র তাঁরই হাতে আমরা জমা দিয়েছিলাম। তিনি মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে তার নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বানানোর সকল কুটকৌশল সম্পাদন করেছেন। আমরা এ বিষয়টা জানার সাথে সাথে জেলা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিশদভাবে অবহিত করেছি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন বানচালের নীল নকশাকারী এ হীন চরিত্রের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আসু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। অন্যথায় দূর্নীতিগ্রস্থ এ প্রধান শিক্ষকের কারণে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। এখন অভিভাবকদের মনে একটাই সংশয় যে, গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক চর্চায় ব্যহত করায় এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কি কেউ নেই?

এমতাবস্থায়, আপনার সমীপে আমাদের আকুল আবেদন এই দূর্নীতিগ্রস্থ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে স্কুলের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে আপনার মর্জি হয়।

সংযুক্তিঃ

১। তফসিল

২। পাঁচজন অভিভাবক সদস্যের মনোনয়ন পত্রের ফটোকপি।

৩। মনোনয়ন পত্র ক্রয়ের রশিদের ফটোকপি

বিনীত নিবেদক

এলাকাবাসী ও অভিভাবক বৃন্দের পক্ষে

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম

২। মোঃ [illegible] ইসলাম